দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 1 3 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

আসন্ন পরীক্ষায় 'মিনিগাইড' ফটোকপি করার ধুম

তিনটি স্থানে আসন্ন এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার্থীদের নকলে সহায়তার লক্ষ্যে মিনি গাইড বা টেকনিক গাইড নাম দিয়ে দেদারছে নোটবই কেনা-বেচা হচ্ছে। প্রশাসন এব্যাপারে নীরব। খবর নিজস্ব ও সংবাদদাতাদের।

পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে এস এসসি পরীক্ষার ব্যাপকভাবে নকল করার লক্ষ্যে নকলবাজদের সহায়-তায় এগিয়ে এসেছে একশ্রেণীর অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী। এরা গোপনে নকলে সহায়ক হিসাবে পরিচিত মিনি গাইড দেদারছে বিক্রি করছে। এসব গাইডগুলো আকারে খুবই ছোট। ৪"x৩" ইঞ্চি আকারের এসব গাইড বই সহজেই বহন করা এবং শরীরের যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়। প্রতিটি গাইড ২০ টাকা হতে ৫০ টাকায় কেনা-বেচা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী এমনকি অভিভাবকরাও মিনিগাইড সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দোকানসমূহে ভীড় করছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর ফটোষ্ট্যাট মেশিনে কম্পোজ করে নকলের উপযোগী করে ছোট করা হচ্ছে।

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) থেকে ।। কাজিপুর উপজেলার আসন্ন এস,

(১০ম পৃঃ ৫ঃ)

আসন্ন পরীক্ষায়

(১১শ পৃঃ পর)

এস,সি এবং দাখিল পরীক্ষার্থীদের নকলের জন্য তৈরী করা টেকনিক গাইড ক্রয়ে এবং ফটোষ্ট্যাট মেশিনে বড় থেকে ছোট করে নোট বই ফটোকপি করার হিড়িক পড়ে গেছে। স্থানীয় বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং ফটোষ্ট্যাট দোকানে পরীক্ষার্থী-দের টেকনিক গাইড ক্রয়ে এবং বড় নোট ছোট করার ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে ।। স্থানীয় ফটোকপির দোকানগুলোতে নকল উপযোগী কম্পোজ করার হিড়িক পড়ে গেছে। লাইব্রেরী-গুলোতে এই টেকনিক গাইডের চলছে রমরমা ব্যবসা। এসবই হচ্ছে প্রশাসনের চোখের সামনে। প্রশাসনের নির্লিপ্ততার জন্য মির্জা-পুরসহ গোটা টাঙ্গাইলে আসন্ন এস এসসি পরীক্ষার নকলমুক্ত সব আয়ো-জন ভেস্তে যেতে পারে বলে অভি-ভাবক ও সচেতন মহল সংশয় প্রকাশ করছে।